যায়যায়দিন

তারিখ OCT 18 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের বিক্ষোভ

অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিবের অপসারণ দাবি

যাযাদি রিপোর্ট

অবসর সুবিধা বোর্ড এবং কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিবকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের একাংশের নেতারা। গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করেছেন, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (সেলিম ভূঁইয়া) ভুয়া সার্টিফিকেট এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এবং কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব পদ ভাগিয়ে নিয়েছেন। তারা পৃঃ ১১ কঃ ৬

অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া এবং সিএম মাহমুদের সদস্যপদ বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। জোটের বিবৃতিতে বলা হয়, সেলিম ভূঁইয়া এবং সিএম মাহমুদ জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে এ দুটো গুরুত্বপূর্ণ পদ ভাগিয়ে নিয়ে সংস্থা দুটিকে দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির আখড়ায় পরিণত করেছেন। শিক্ষকদের স্বার্থে ছুরিকাঘাত করে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির যোগসাজশে তারা এ ধরনের দুষ্কর্ম করতে সাহস পেয়েছেন বলে বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট সভাপতি প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম, মহাসচিব মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান, অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান, আলহাজ নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন, অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠান, অধ্যক্ষ রফিকা আফরোজ, একেএম আনিসুল হক, অধ্যাপক মুহাম্মদ লিয়াকত আলী প্রমুখ বিবৃতিতে অবসর সুবিধা বোর্ড এবং কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশসহ সরকার প্রতিশ্রুত শতভাগ বেতন-ভাতা অবিলম্বে প্রদানেরও দাবি জানিয়েছেন। সংগঠনের দফতর সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ লিয়াকত আলী স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের বিক্ষোভ

বিএনপির গত নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষক-কর্মচারী বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত অংশে এবং শিক্ষামন্ত্রীর ৬ আগস্টে ঘোষণার কপিতে অগ্নিসংযোগ করে গতকাল সারা দেশে কালো পতাকা নিয়ে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট। এবারের ঈদেও পূর্ণ উৎসব ভাতা না দেয়ায়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, বঞ্চনা-নির্যাতনের প্রতিবাদে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট ঢাকায় মুক্তাঙ্গনে ও জেলা সদরগুলোতে কালো পতাকা নিয়ে সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল করে। সমাবেশে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া ঘোষিত ২০০১ সালে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ শতভাগে উন্নীতকরণ' এবং শিক্ষামন্ত্রীর ৬ আগস্টের ঘোষণার দশ ভাগ বর্ধিত বেতনের কপিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে মুক্তাঙ্গনের বিক্ষোভ সমাবেশে ফ্রন্ট নেতারা বলেন, এক মাসের মধ্যে 'বন্ডে' টাকা দেয়ার কথা বলে দুই মাস পার করে দেয়ার পর এখন ক্ষমতা ছাড়ার দেড় সপ্তাহ আগে 'ডেফার্ড পেমেন্টে' পাঁচ ভাগ প্রদানের কথা বলে নতুন করে ধোঁকা দেয়ার অপকৌশল চলছে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া বলেছেন, ১০ ভাগ বেতন প্রদানের প্রজ্ঞাপন হচ্ছে।

ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না করায় প্রায় এক হাজার শিক্ষক মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে সংগঠনের আহ্বায়ক চৌধুরী মুগীস উদ্দিন মাহমুদ, কাজী আবদুর রাজ্জাক, মাওলানা এমএ লতিফ, যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল আলম, মাহবুবুর রহমান মোল্লা বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০% বর্ধিত বেতন প্রদানের ৬ আগস্ট মুক্তাঙ্গনে শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন হতে যাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে ধন্যবাদ জানান। তারা অভিজ্ঞ ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি না করে হয়রানির তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।